শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)

নতুন সূর্যোদয়ের পথে প্রথম উজ্জ্বলতম কিরণ

ABABIL

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)

নতুন সূর্যোদয়ের পথে প্রথম উজ্জ্বলতম কিরণ

পরিবেশনায়ঃ আবাবিল মিডিয়া

১৮০৩ সাল। সিংহ শাবক শহীদ টিপু সুলতান (রহ.) এর ইংরেজদের হাতে পতনের পর প্রায় চার বছর কেটে গেছে। সকল মুসলিম শাসকদের পরাজিত করে ভারতবর্ষে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে ইংরেজ বেনিয়া শক্তি তখন নানাবিধ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র আঁটতে লাগলো। এমন সব ষড়যন্ত্র যেগুলো বাস্তবায়ন হলে উপমহাদেশে হয়তো একটা সময় মুসলিম নামধারী কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘুমন্ত তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের কাছে তা অজ্ঞাত থাকলেও একজন মহান ব্যক্তি ঠিকই সেসময়ই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্যতম, শায়খুল মাশায়েখ, সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)।

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) এর জন্ম ১৭৪৬ সালের ১১ অক্টোবর, দিল্লীতে। তাঁর পিতা ছিলেন উপমহাদেশের আরেক বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) এর বংশধর। ছোটবেলায় তাঁর শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় পিতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)। পিতার কাছ থেকে

ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশুদ্ধ যে শিক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা তাকে পরবর্তীতে ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা ও ইংরেজ বিরোধী জিহাদের ফতোয়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে তুলে।

১৭৫৭ সালে পলাশীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর ইংরেজ নামক যে বোঝা চেপে বসেছিল দিন দিন তা শুধু ভারী হয়েছে। নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখতে এমন কোনো ঘৃণ্য অপরাধ বাকি রাখেনি, যেটা তারা মুসলমানদের সাথে করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া এবং নানা রকম বিদআত ও শিরকে ডুবিয়ে রাখা; যেন তাদের মনে কখনো নববি মানহাজ জিহাদের দ্বারা উপমহাদেশকে ইংরেজ মুক্তকরণ ও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চিন্তা না আসে। আর সেক্ষেত্রে ইংরেজরা সফলও হচ্ছিলো লক্ষণীয়ভাবে। সাধারণ মুসলমান নিজেদের ঈমান হারিয়ে মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলো মাজার, দরগা কিংবা কোনো দরবেশের খানকায়। হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আদলে নানাবিধ কুফর ও বিদআত যখন তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের সহিহ আকিদার জায়গা দখল করে নিল। ফলে তখন ইংরেজদের জন্যও এই

মানুষগুলোকে নিজেদের গোলামে পরিণত করা সহজ হল। শুরু হল কুসংস্কার আর জাহিলিয়াতে ভরপুর সে মুসলিম সমাজের উপর ইংরেজ শাসকবর্গের অকথ্য নির্যাতন আর শোষণের স্টিম রোলার। আর এই সুযোগকে কাজে লাগায় ইংরেজদের মিত্র শক্তি শিখ আর হিন্দু জমিদাররা। মুসলমানদের গোলাম করে রাখার যে আজন্ম স্বপ্ন তারা লালন করতো, সেটা তখন বাস্তবায়নের সুযোগ পায়। গো-পূজারিদের ভৃত্যে পরিণত হয়ে সেসময় মুসলমানদের অবস্থা এতোটাই খারাপ হয়েছিলো যে, অনেক প্রদেশে প্রকাশ্যে নামাজ-রোজার মত ফরজ আমল পালন করলেও প্রাণ নাশের হুমকি থাকতো। মোটকথা, মুসলিম জাতিকে উপমহাদেশ থেকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যত রকমের আয়োজন দরকার, তার সবই ইংরেজ বেনিয়া শক্তি ও তাদের দালালদের সামনে ছিল।

ঠিক সে সময় শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) এর পক্ষ থেকে একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া জারি করা হলো। তিনি সে ফতোয়ায় ভারতবর্ষকে “দারুল হারব” ঘোষণা করলেন। এ যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে নিক্ষেপ করা। কারণ তখন প্রেক্ষাপটটাই

ছিল এরকম। একদিকে ইংরেজ লাল কুকুরদের অত্যাচার, অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই শাস্তি। সে শাস্তি অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও গড়ায়। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষকে "দারুল হারব" ঘোষণা করা একপ্রকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) তাঁর ফতোয়ায় বললেনঃ "এদেশে খৃষ্টান শাসকদের শাসন চলছে। তাদের শাসন চলার অর্থ হচ্ছে, দেশ পরিচলনা, প্রজা পালন, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, এক কথায় সামরিক, বেসামরিক, পুলিশ, দেওয়ানী ও ফৌজদারি সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বে তারাই সমাসীন। তাদের এসব কাজে হিন্দুস্তানিরা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আর এতে নিজের মাতৃভূমিতে পদদলিত হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের মৌলিক অধিকার। সুতরাং দারুল হারব অনুযায়ী ইংরেজদের বিরোধিতায় এগিয়ে আসতে হবে।"

সাধারণ মুসলমানরা যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও তাদের শোষণ এবং লুণ্ঠন নীতিতে ছিলেন জর্জরিত, ঠিক সেই মুহূর্তে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)-র ফতোয়া সাধারণ মুসলমানদের জন্য ছিল যেন চাতক পাখির

মুখে এক বিন্দু জল। এ ফতোয়ার ইতিবাচক প্রভাব ভারতীয় মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছিল ব্রিটিশ বিরোধিতায়। মুসলিম উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ডাক দেওয়া হয়েছিল জাতীয় ঐক্যের, মুসলমান ও মারাঠিদের মধ্যে চলে আসা অতীতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহের আপোষ-নিষ্পত্তি ঘটিয়ে একসাথে আরম্ভ হয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।

এদিকে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল, ভারতীয়দের জন্য ছিল চরম দুর্ভাগ্যের দিন। ব্রিটিশ শাসনের উত্থান ভারতবর্ষের ছোট-বড় সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করে ব্রিটিশ পতাকার দুর্গন্ধ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ও মুম্বাই থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে কথা বলার কারো সাহস ছিল না বরং সাদা চামড়ার সম্মুখে মাথা নত করতে সবাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) রচিত ও শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)-র নেতৃত্বে এমন এক বীর গোষ্ঠী ছিল, যারা ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। এটি সেই সময় যখন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)

নিজের বার্ধক্য ও অন্ধত্ব থাকা সত্ত্বেও মহবুবে ওতন ভারতবর্ষে মুসলমানের মুক্তি সংগ্রামে পিছপা হননি বরং কুরআন ও সুন্নাহকে সম্মুখে রেখে তৈরি করেছিলেন 'ইনক্বিলাভী কমিটি'। আর সেই কমিটির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি নিয়ে দ্বীন হেফাজতের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ময়দানে।

সেই কমিটির দু'টি অংশের মাঝে প্রথম অংশের দায়িত্ব দিলেন স্বীয় খলিফা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভি (রহ.) এর হাতে। যার নেতৃত্বে পরবর্তীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হিসেবে বালাকোটের বরকতময় জিহাদ সংঘটিত হয়। আর দ্বিতীয় অংশের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)। বিশুদ্ধ তাওহীদের শিক্ষায় বলীয়ান এসব মুসলিম জনগণকে নববি মানহাজ জিহাদের দুর্গম পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কাজটা হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) নিজেই করতেন। আর তাই তো জাহিলিয়্যাতে পরিবেষ্টিত সেই সমাজব্যবস্থায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে প্রকৃত তাওহীদের চেতনা। সংঘবদ্ধ হতে থাকে এ দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী। গোলামির পরাকাষ্ঠা ছুঁড়ে ফেলে

স্মরণ করতে থাকে নিজেদের পূর্ব পুরুষদের প্রকৃত ইতিহাস। দুনিয়ার বুকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। আর এভাবেই একে একে গড়ে উঠে বালাকোট, শামেলি, থানা ভবন কিংবা বাঁশের কেল্লার মতো উপমহাদেশের গৌরব জাগানিয়া কিছু জিহাদের ভিত্তিপ্রস্তর, যার হাত ধরে একটা সময় সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ বেনিয়া শক্তির বিদায় ঘণ্টা বাজে।

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদের স্মরণ রাখবেন !

ধন্যবাদ।